ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রহ.

অনুবাদ : রব আফ্‌ফান

সম্পাদনা : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান
ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434
IslamHouse.com

نواقض الإسلام

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

ترجمة: عبد الرب عفان

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1434 - 2013

IslamHouse.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়

জেনে রাখুন, ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় দশটি:

১। আল্লাহর ইবাদতে কোন কিছুকে শরীক করা।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” [সূরা আন-নিসা: ৪৮]

আরও বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয় কেউ সাথে শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।”[সূরা আল-মায়েদা: ৭২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে যবেহ করা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কেউ যদি জ্বিনের উদ্দেশ্যে বা কবরের উদ্দেশ্যে যবেহ করে।

২। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর মাঝে অন্যদেরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ও তাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তাদের নিকট সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের উপর ভরসা করে, সে আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের।

3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আর অজুহাত পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ। ” [সূরা আত-তাওবা : ৬৫-৬৬]

৭। জাদু করা। বিকর্ষণ ও আকর্ষণ করার জন্য তদ্বির করাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে জাদু করবে অথবা জাদু করার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, সে কাফের হবে। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“তারা কাউকে (জাদু) শিক্ষা দিত না যতক্ষণ - না এ কথা বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরী কর না। ” [সূরা আল-বাকারা : ১০২]

৮। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা। এর দলীল: আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١]

“তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না ”। [সূরা আল-মায়িদাহ : ৫১]

৯। যে ব্যক্তি এ-বিশ্বাস করে যে, খিযিরের পক্ষে যেমনিভাবে মূসা আলাইহিসসালামের শরীয়তের বাইরে থাকা সম্ভব ছিল, তেমনিভাবে কোনো মানুষের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে — তবে সে-ব্যক্তিও কাফের।

5